সমকাল

তারিখ 08 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি

মমিনুল ইসলাম মোল্লা

প্রস্তাবিত 'শিক্ষা আইন-২০১৪' পাসের আগে নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করবে না সরকার। সর্বশেষ এমপিওভুক্ত করা হয়েছে ২০০৯ সালের ১৬ জুন। সেদিন সারাদেশের এক হাজার ৬০৯টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি) এমপিওভুক্ত করা হয়। প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী সে সময় সরকারি বেতনের আওতায় এসেছিলেন। এরপর আর কোনো উদ্যোগ নেই। নতুন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতেই এখন নবনির্বাচিত এমপিরা নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আধা-সরকারি পত্র (ডিও লেটার) জমা দিয়েছেন। এমপিওর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠানও দীর্ঘদিন এমপিওবঞ্চিত থাকছে। এমপিওভুক্তির শর্তানুযায়ী যোগ্যতার ভিত্তিতে এমপিও হলে কারও কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, স্থানীয় প্রভাব কিংবা অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে নামমাত্র সাইনবোর্ডধারী প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত হচ্ছে। বহু পুরাতন ও যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ছে। ফলে এমপিও খাতে কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে মাউশির বিরুদ্ধে প্রায় ৪ হাজার মামলা রয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে জনসংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এ নিয়মটি চলে আসছে। তবে এ নিয়মটিকে অনেকেই সমর্থন করেন না। এ নিয়ম পরিবর্তন করে গুণগত ভিত্তিতে এমপিও দেওয়ার নিয়ম চালু করা উচিত। অতীতে এমপিও দেওয়ার ক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক ন্যায্যতাকে স্থান দেওয়া হয়নি। ফলে কোনো জেলায় বেশি আবার কোনো জেলায় কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান একবার এমপিওভুক্ত হলেই যে সেটি টেনশনমুক্ত, তা নয়। এমপিও ধরে রাখতে তাদের তাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রাখতে হয়। এক্ষেত্রে আরও কড়াকড়ি করা উচিত। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আরও বেশি যত্নশীল হবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ভোট কমে যাওয়ার ভয়ে তা করছে না। তবে ২০১০ সালে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানের পুরো এমপিও একবারে কাটা হয় না। প্রথমে সতর্কতা প্রদানের পাশাপাশি ২ বছর সময় ও প্রথমে ২৫ ভাগ, পরে ৫০ ভাগ, তারপর ১০০ ভাগ কর্তনের বিধান রাখা হয়েছে। দেশে বর্তমানে কোনো এমপিও আইন নেই। ফলে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

আশার বিষয়, এমপিও সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সরকার এমপিও আইন করতে যাচ্ছে। এতে শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন, নতুন এমপিও প্রদানের জন্য কমিটি গঠন, এমপিও ভুক্তিতকরণ, পুনর্বিবেচনা, এমপিও লাভের শর্ত, নিয়োগযোগ্যতা, শিফট খোলা, বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও পরিদর্শনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকবে। বর্তমানে সারাদেশে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায়।

○ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক
maminmollah@yahoo.com